প্রশ্নমালা এবং ফরম ডিজাইন
Questionnnaire and Form Design

ইউনিট ৯

ভূমিকা
Introduction

গবেষণা নকশা প্রণয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হচ্ছে প্রশ্নমালা প্রণয়ন ও ফরম ডিজাইন করা। একজন গবেষক তার কাঙ্খিত গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল তথা, উপাত্ত সংগ্রহের জন্য একটি উপযুক্ত প্রশ্নমালা এবং বিভিন্ন ধরণের ফরম তৈরি করেন। বিশেষ করে, গবেষণা প্রক্রিয়ায় প্রাথমিক উৎস থেকে উপাত্ত সংগ্রহে এর প্রয়োজন হয়। প্রশ্নমালা ডিজাইনের জন্য গবেষককে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। গবেষণার জন্য তথ্যসংগ্রহে স্কেলিং নির্ধারণের পরেই প্রশ্নমালা বা পর্যবেক্ষণীয় ফরম উন্নয়ন করা হয়।

এই ইউনিটে মোট পাঁচটি পাঠ আছে। প্রথম পাঠে, প্রশ্নমালা বা গবেষণা প্রশ্নপত্রের উদ্দেশ্য, বৈশিষ্ট্য ও প্রশ্নমালা তৈরির পদক্ষেপ; দ্বিতীয় পাঠে, প্রশ্নপত্রে তথ্যের ধরন, প্রশ্নপত্রের প্রকারভেদ ও এর সুবিধা-অসুবিধা; তৃতীয় পাঠে, প্রশ্নমালা প্রণয়নের বিবেচ্য বিষয়সমূহ ও প্রশ্নমালার নকশা প্রণয়ন প্রক্রিয়া; চতুর্থ পাঠে, সাক্ষাৎকারের শ্রেণিবিভাগ, ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার ও টেলিফোন সাক্ষাৎকারের সুবিধা-অসুবিধা এবং সর্বশেষ পঞ্চম পাঠে, প্রশমালার কাঠামো পছন্দকরণ, প্রশ্নপত্রের শব্দ নির্বাচন ও একটি প্রশ্নমালার নমুনা তুলে ধরা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় দুই সপ্তাহ**

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৯.১: প্রশ্নমালা বা গবেষণা প্রশ্নপত্রের উদ্দেশ্য, বৈশিষ্ট্য ও প্রশ্নমালা তৈরির পদক্ষেপ;
পাঠ-৯.২: প্রশ্নপত্রে তথ্যের ধরন, প্রশ্নপত্রের প্রকারভেদ ও এর সুবিধা-অসুবিধা;
পাঠ-৯.৩: প্রশ্নমালা প্রণয়নের বিবেচ্য বিষয়সমূহ ও প্রশ্নমালার নকশা প্রণয়ন প্রক্রিয়া;
পাঠ-৯.৪: সাক্ষাৎকারের শ্রেণিবিভাগ, ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার ও টেলিফোন সাক্ষাৎকারের সুবিধা-অসুবিধা;
পাঠ-৯.৫: প্রশমালার কাঠামো পছন্দকরণ, প্রশ্নপত্রের শব্দ নির্বাচন ও একটি প্রশ্নমালার নমুনা।

পাঠ-৯.১ প্রশ্নমালা বা গবেষণার প্রশ্নপত্রের উদ্দেশ্য, বৈশিষ্ট্য ও প্রশ্নমালা তৈরির পদক্ষেপসমূহ
Objectives and Characteristics of a Questionnaire

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- প্রশ্নমালা বা গবেষণার প্রশ্নপত্রের সংজ্ঞা ব্যখ্যা করতে পারবেন।
- প্রশ্নমালা বা গবেষণার প্রশ্নপত্রের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে পারবেন।
- প্রশ্নমালা বা গবেষণার প্রশ্নপত্রের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।

গবেষণার প্রশ্নপত্র বা প্রশ্নমালা
Questionnaire of Research Question

একটি নির্দিষ্ট ফরমে নির্দিষ্ট ক্রমানুসারে গবেষণা বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কিত মুদ্রিত কতকগুলো প্রশ্নের সমষ্টিকে গবেষণার প্রশ্নপত্র বলে। প্রশ্নমালা লিখিত বা মৌখিকভাবে উভয়ভাবেই উত্তরদাতার সামনে তুলে ধরা যেতে পারে এবং উত্তরদাতা লিখিত অথবা মৌখিকভাবে সাড়া প্রদান করতে পারেন।

Malhotra এবং Dash বলেন, "Questionnaire is a structured technique for data collection that consists of a series of questions, written or verbal, that a respondent answer." অর্থাৎ, প্রশ্নমালা হচ্ছে উপাত্ত সংগ্রহের একটি কাঠামোগত কৌশল যাতে লিখিত বা মৌখিক প্রশ্ন থাকে এবং যার প্রেক্ষিতে উত্তরদাতা সাড়া প্রদান করে।

বিখ্যাত লেখক Bogardus এর মতে, "A Questionnaire is a list of questions send to a number of persons for them to answer. It secures standardized results that can be tabulated and treated statistically." অর্থাৎ, প্রশ্নপত্র হচ্ছে একগুচ্ছ প্রশ্নের সমাহার যা কিছু ব্যক্তির নিকট উত্তর প্রদানের জন্য প্রেরণ করা হয়। এটি সারণিকরণ বা পরিসংখ্যান প্রক্রিয়ায় ব্যবহারের উপযোগী ফলাফল অর্জন করে।

Burns এবং Bush বলেছেন, "A questionnaire is the vechicle used to pose the questions that the researcher wants respondents to answer." অর্থাৎ, একটি প্রশ্নমালা হচ্ছে প্রশ্নসমূহ ব্যবহারের বাহন, যা গবেষক চায় উত্তরদাতাগণ উত্তর প্রদান করুক।

উপরের সংজ্ঞার আলোকে বলা যায় যে, প্রশ্নমালা হচ্ছে উপাত্ত সংগ্রহের জন্য প্রস্তুতকৃত এক সেট প্রশ্নের তালিকা যা উত্তর প্রদানের জন্য কিছু ব্যাক্তির নিকট প্রেরণ করা হয়। সাধারণত, প্রাথমিক উৎস থেকে উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত কৌশলের মধ্যে এটি একটি বহুল প্রচলিত কৌশল। উপযুক্ত সংজ্ঞার আলোকে বলা যায় যে প্রশ্নপত্র হলো-

- একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামোগত প্রশ্নের একটি সেট।
- প্রশ্নপত্র উপাত্ত সংগ্রহের একটি মাধ্যম।
- এটি গবেষণার উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কিত।
- লিখিত অথবা মৌখিকভাবে প্রশ্নমালার উত্তর সংগৃহীত হতে পারে।
- এটি পরিসংখ্যানিক কাজে ব্যবহৃত হতে পারে।

গবেষণা প্রশ্নমালার উদ্দেশ্য

Objectives of Questionnaire

সাধারণত প্রাথমিক উপাত্ত সংগ্রহের জন্যই প্রশ্নমালা তৈরি করা হয়। তবে প্রশ্নমালা তৈরির পিছনে বেশকিছু প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নানাবিধ উদ্দেশ্য বিদ্যমান থাকতে পারে। মূলত গবেষণার জন্য বিভিন্ন তথ্য বা উপাত্তের প্রয়োজন হয়। এসব উপাত্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে গবেষণার একটি ভালো ফলাফল পাওয়া যায়। তাই কোনো গবেষণার সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানের জন্য এর পিছনে বিদ্যমান কারণগুলো বের করার লক্ষ্যে প্রশ্নমালা প্রণয়ন করা হয়।

এ প্রসঙ্গে Naresh K. Malthotra and S. Dash- এর মতে প্রশ্নমালার তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য রয়েছে। এ উদ্দেশ্যগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো:

(ক) সুনির্দিষ্ট প্রশ্নাবলি নির্ধারণ (Selection of specific question) : প্রশ্নমালা হচ্ছে গবেষণা সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে উপাত্ত সংগ্রহের জন্য এক সেট প্রশ্নাবলি। এই প্রশ্নাবলি যাতে সহজ ও বোধগম্য হয় এবং সমস্যার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রশ্নমালা প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য।

এ প্রসঙ্গেঁ Malhotra এবং Dash বলেন, "It must translate the information needed into a set of specific questions that the respondents can and will answer." একটি প্রশ্ন সামান্য পরিবর্তন করে উত্তর চাওয়া হলে উত্তরের ব্যাপক পার্থক্য পরিলক্ষিত হতে পারে। সুতরাং প্রশ্নমালা ডিজাইন না করলে একই প্রশ্ন ভিন্নভাবে উপস্থাপিত হতে পারে এবং উত্তরদাতাদের নিকট থেকে ভিন্ন ভিন্ন উত্তর আসতে পারে। কাজেই সুনির্দিষ্ট কারণ অনুসন্ধানের জন্য প্রশ্নপত্র তৈরি করা হয়।

(খ) উত্তরদাতাদের প্রেষণা দান বা আগ্রহ সৃষ্টি (To motivate or encourage the respondents) : প্রশ্নপত্র তৈরির অন্যতম আরেকটি উদ্দেশ্য হচ্ছে উত্তরদাতাগণের প্রেষণা দান এবং তাদের মধ্যে উত্তর প্রদানের আগ্রহ সৃষ্টি করা। প্রশ্নমালা অবশ্যই উত্তরদাতাগণকে উৎসাহিত করবে। ফলে উত্তরদাতাগণ পরিপূর্ণ সহযোগিতা করবে এবং তারা সাক্ষাৎকার প্রদানে আগ্রহী হবে। অনেক সময় দেখা যায় প্রশ্নমালা এমনভাবে প্রণয়ন করা হয় যাতে উত্তরদাতা বিরক্তবোধ করে বা উত্তর প্রদান থেকে বিরত থাকে। সুতরাং আদর্শ প্রশ্নমালা অবশ্যই উত্তরদাতার ক্লান্তি, বিরূপ মনোভাব, এড়িয়ে যাওয়া ইত্যাদি থেকে বিরত রাখবে।

(গ) উত্তরের ভুল কমানো (Minimize the response error) : প্রশ্নমালা প্রণয়নের আরেকটি অন্যতম উদ্দেশ্য হলো যতদূর সম্ভব উত্তরদাতাদের উত্তরদানের ভুল হ্রাস করা। গবেষণা ডিজাইনে নানা ধরণের ভুল হতে পারে। যেমন- উত্তরদাতার অসম্পূর্ণ উত্তর, ভুল উত্তর, উত্তরমালা রেকর্ডের ভুল, উত্তরের ভুল ব্যাখ্যা ইত্যাদি।

আদর্শ নীতিমালা অনুসরণ করে গবেষণা প্রশ্নমালা প্রণীত হলে এ ধরনের ভুলের সংখ্যা হ্রাস করা যায়। কাজেই গবেষণার প্রশ্নমালা প্রণয়নের জন্য সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করা উচিত।

প্রশ্নমালার বৈশিষ্ট্যসমূহ

Characteristics of Questionnaire

উপযুক্ত প্রশ্নপত্র প্রণয়নের উপর অনুসন্ধানের সফলতা অনেকাংশে নির্ভর করে। তাই বলা যায়, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন একটি বিশেষ ধরণের শিল্প এবং এতে প্রচুর নৈপুণ্য ও সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন। প্রশ্নপত্র প্রণয়নকারীদেরকে অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য এবং যে অঞ্চলের জন্য প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা হবে সে অঞ্চলের মানুষের প্রকৃতি ও তাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। তাছাড়া প্রশ্নগুলো উত্তরদাতার উপযোগী কিনা তা প্রশ্নপত্র ছড়ান্তভাবে প্রণয়নের পূর্বেই স্থির করা আবশ্যক। কাজেই

একটি আদর্শ গবেষণা প্রশ্ন বা প্রশ্নমালা প্রণয়নকালে কতকগুলো বৈশিষ্ট্য অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। নিম্নে সেগুলো আলোচনা করা হলো:

১. **প্রশ্নের সংখ্যা যথাসম্ভব কম হতে হবে** (Minimum Questions in Number)ঃ প্রশ্নমালায় প্রশ্নের সংখ্যা যথাসম্ভব কম হওয়া উচিত। অপ্রয়োজনীয় ও অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন সম্পূর্ণরুপে বাদ দেওয়া উচিত। প্রশ্নের সংখ্যা অনেক বেশি হলে তা সংবাদদাতার বিরক্তির কারণ হতে পারে। তাছাড়া উত্তরদাতা অতি দীর্ঘ প্রশ্নপত্র পূরণ করতে বা অধিক প্রশ্নের জবাব দিতে পছন্দ করে না।

২. **প্রশ্নগুলো সুস্পষ্ট ও অর্থবোধক হতে হবে** (Specific and Rational Questions)ঃ প্রশ্নগুলো অবশ্যই সুস্পষ্ট ও অর্থবোধক হওয়া উচিত। অর্থাৎ, প্রশগুলো এমন হতে হবে যাতে তার যেন একটিই মাত্র অর্থ হয়। দ্বিধাবিভক্ত প্রশ্ন হলে উত্তরদাতা তার ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করে পাঠাবেন।

৩. **প্রশ্নগুলো সহজবোধ্য হতে হবে (**Questions to be Easy to Understand**)** ঃ প্রশ্নমালায় বর্ণিত প্রশ্নগুলো সহজবোধ্য হওয়া আবশ্যক। প্রশ্নগুলো এমন হওয়া উচিত যাতে সবচেয়ে নিম্ন শিক্ষিত ব্যক্তিও সে প্রশগুল্মো বুঝতে পারেন এবং তার যথাযথ জবাব দিতে পারেন। কাজেই জটিল প্রশগুলো বাদ দেওয়া উচিত।

৪. **উত্তর সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় (**Questions should be Concise**)** ঃ প্রশ্নের উত্তরগুলো হ্যাঁ বা না জাতীয় হলেই ভাল হয়। তবে যেসব প্রশ্নের উত্তরে বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়, সেসব প্রশ্নের উত্তর প্রশ্নপত্রে লিপিবদ্ধ থাকা উচিত। শুধুমাত্র তার সম্মতি বা অসম্মতির টিক($\surd$) চিহ্ন চিহ্নের মাধ্যমে উত্তর দিতে বলা হয়।

৫. **প্রশ্নগুলোা পক্ষপাতহীন হওয়া আবশ্যক (**Questions should be Free of Biasness**)** ঃ প্রশ্নগুলো এমন হওয়া উচিত, যাতে তাদের উত্তর পক্ষপাত বর্জিত হয়। এখানে কোনো উদ্দীপক বা আবেগময় কোনো প্রশ্ন সংযোজন করা উচিত নয়। যেমন- যদি জিজ্ঞাসা করা হয়- " এ ব্র্যান্ডের পণ্যগুলো সুস্বাদু, তাইনা? এক্ষেত্রে অধিকাংশ উত্তর 'হ্যাঁ' আসবে। এজাতীয় প্রশ্ন করা উচিত নয়।

৬. **প্রশ্নপত্রের ভিত্তি ধর্মীয়, জাতীয় ও রাজনৈতিক পক্ষপাতহীন হওয়া আবশ্যক (**Questions should be Free of Biasness in terms of Religion, National and Political Context**)** ঃ প্রশ্নপত্র প্রণয়নের সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন তা উত্তরদাতাদের ধর্মীয়, জাতীয় ও রাজনৈতিক বিশ্বাসের ওপর আঘাত না করে। এদিকে দৃষ্টি রাখা বিশেষ প্রয়োজন। তবে গবেষণার বিষয়বস্তু ধর্ম বা সংস্কৃতি বিষয়ক হলে ভিন্ন কথা।

৭. **প্রশ্নের উত্তরগুলো হিসাবভিত্তিক হওয়া উচিত নয়** (Answer should not need Calculation) ঃ প্রশ্নের উত্তর হিসাবভিত্তিক হওয়া উচিত নয়। কারণ হিসাব করে প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে, তাতে ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনা বেশি থাকে। যেমন- যদি প্রশ্ন করা হয়,'আপনার প্রতি ঘন্টায় বেতন কত?'- এ জাতীয় প্রশ্নের উত্তরে অনেক হিসাব-নিকাশ করে সঠিক উত্তর বের করতে হবে। কিন্তু মাসিক বেতন কত? তা জানতে চাইলে সহজেই উত্তর পাওয়া যাবে।

৮. **প্রশ্নের উদ্দেশ্যসমূহ (**Purpose of Questions**)** ঃ প্রশ্নপত্রের প্রত্যেকটি প্রশ্নই উদ্দেশ্য সংবলিত এবং সুস্পষ্ট অর্থপূর্ণ হতে হবে। অর্থাৎ, গবেষণার উদ্দেশ্যের সাথে প্রশ্নপত্রের প্রশ্নসমূহের মিল থাকতে হবে। প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করার সময় গবেষণার উদ্দেশ্যকে স্মরণ রাখতে হবে।

৯. **প্রশ্নমালার ছক আকর্ষণীয় হওয়া উচিত (Layout of Questionnaire should be Attaractive)** ঃ প্রশ্নপত্র প্রণয়নের পূর্বেই প্রশ্নপত্রের একটি ছক আঁকতে হবে। এ ছক অবশ্যই সুন্দর ও আকর্ষণীয় হতে হবে। সুন্দরভাবে ছক তৈরি করে

প্রশ্নের উত্তর দেবার জায়াগা নির্ধারণ করতে হবে। প্রশ্নগুলোপূরণ করার নিয়মাবলি প্রশ্নমালার সাথে সমঞ্জস্যপূর্ণ থাকা আবশ্যক।

১০. **সুষ্ঠু শ্রেণিবিন্যাস আবশ্যক** (Must be Properly Organized)ঃ প্রশ্নগুলো সুশৃঙ্খল এবং সুবিন্যস্ত হতে হবে। প্রশ্নগুলো একটির পর একটি এমনভাবে সাজাতে হবে, যেন উত্তরদাতা একটি প্রশ্নের উত্তর দেবার পর অনায়াসে অন্য প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে। যেমন- একটি প্রশ্নপত্রে, ' সিগারেট আপনার মতামত দিন।'- এ প্রশ্ন করার ' আপনি সিগারেট পান করেন কি না?'-এ প্রশ্ন আগে করা উচিত।

পরিশেষে বলা যায় যে, গবেষক বা গবেষণা সহযোগী কর্তৃক একটি খসড়া প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করার পর তা পূরণ করার পর তা ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে তাতে কোনো ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় কিনা। প্রয়োজনীয় পরিবর্তন-পরিবর্ধনের মাধ্যমে এর চূড়ান্তরূপ দিতে হবে। আর এগুলোই হলো একটি প্রশ্নমালার সাধারণ বৈশিষ্ট্য। বৈশিষ্ট্যগুলো যাতে ক্ষুন্ন না হয় প্রশ্নপত্র তৈরির সময় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

সারসংক্ষেপ

গবেষণা নকশা প্রণয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হচ্ছে প্রশ্নমালা প্রণয়ন ও ফরম ডিজাইন করা। একজন গবেষক তার কাঙ্খিত গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল তথা, উপাত্ত সংগ্রহের জন্য একটি উপযুক্ত প্রশ্নমালা এবং বিভিন্ন ধরণের ফরম তৈরি করেন। বিশেষ করে, গবেষণা প্রক্রিয়ায় প্রাথমিক উৎস থেকে উপাত্ত সংগ্রহে এর প্রয়োজন হয়। প্রশ্নমালা ডিজাইনের জন্য গবেষককে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। গবেষণার জন্য তথ্যসংগ্রহে স্কেলিং নির্ধারণের পরেই প্রশ্নমালা বা পর্যবেক্ষণীয় ফরম উন্নয়ন করা হয়। মূলত প্রশ্নমালা হচ্ছে উপাত্ত সংগ্রহের জন্য প্রস্তুতকৃত এক সেট প্রশ্নের তালিকা যা উত্তর প্রদানের জন্য কিছু ব্যাক্তির নিকট প্রেরণ করা হয়। সাধারণত, প্রাথমিক উৎস থেকে উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত কৌশলের মধ্যে এটি একটি বহুল প্রচলিত কৌশল। প্রশ্নমালার তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য রয়েছে। সেগুলো হলো-(ক) সুনির্দিষ্ট প্রশ্নাবলি নির্ধারণ, (খ) উত্তরদাতাদের প্রেষণা দান বা আগ্রহ সৃষ্টি এবং (গ) উত্তরের ভুল কমানো। প্রশ্নপত্র প্রণয়নকারীদেরকে অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য এবং যে অঞ্চলের জন্য প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা হবে সে অঞ্চলের মানুষের প্রকৃতি ও তাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। তাছাড়া প্রশ্নগুলো উত্তরদাতার উপযোগী কিনা তা প্রশ্নপত্র চুড়ান্তভাবে প্রণয়নের পূর্বেই স্থির করা আবশ্যক।

পাঠ-৯.২

প্রশ্নপত্রে তথ্যের ধরন, প্রশ্নপত্রের প্রকারভেদ ও এর সুবিধা-অসুবিধা
Nature of Information in a Questionnaire, Classification of Questionnaire and Its Advantages-Disadvantages

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- প্রশ্নপত্রে তথ্যের ধরন সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে পারবেন।
- গবেষণা প্রশ্নপত্রের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন।
- প্রশ্নপত্রের সুবিধা-অসুবিধা বর্ণনা করতে পারবেন।

প্রশ্নপত্রে তথ্যের ধরন/প্রকৃতি
Nature of Information in a Questionnaire

এক কথায় প্রশ্নমালা হচ্ছে তথ্য বা উপাত্ত সংগ্রহের জন্য প্রস্তুতকৃত এক সেট প্রশ্নের তালিকা, যা উত্তর প্রদানের জন্য কিছু ব্যক্তি বা গোষ্ঠির নিকট প্রেরণ করা হয়। সাধারণত তিন ধরণের তথ্য প্রশ্নমালার মাধ্যমে পেতে চাওয়া হয়। সেগুলো হলো-

১. **পরিচিতিমূলক তথ্য** (Identifying information) ঃ পরিচিতিমূলক তথ্যে প্রতিটি প্রশ্নমালাকে সঠিক ও সম্পূর্ণভাবে চিহ্নিত করার জন্য অক্ষর, সংখ্যা, অথবা অন্য ধরনের প্রতীক ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রতিটি উত্তরদাতার পরিচিতি এমনভাবে রেকর্ড করা উচিত যাতে পরবর্তীতে কোনো অসুবিধা না হয়।

২. **সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং ঘটনামূলক তথ্য** (Social Background and Factual Data) ঃ ঘটনামূলক তথ্য বলতে এখানে সমাজতাত্ত্বিক উপাত্ত নির্দেশ করা হয়েছে। যেমন- লিঙ্গ, বৈবাহিক অবস্থা, শিক্ষা, আয় রাজনৈতিক একাত্মতা,ধর্মীয় একাত্মতা প্রভৃতি। এ প্রশ্নে উত্তরদাতার ধারণাসহ তার অতীত,বর্তমান ও ভবিষ্যৎ আচরণ সংক্রান্ত তথ্যকেও ঘটনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

৩. **জরিপের বিষয়বস্তু** (Subject Matter of the Survey) ঃ এ ধরনের প্রশ্নে গবেষণা বিষয়বস্তুর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে উত্তরদাতার তথ্য জানতে বিভিন্ন প্রকার প্রশ্ন সন্নিবেশিত করা হয়। এক্ষেত্রে উত্তরদাতাকে গবেষণা সমস্যার বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে সরাসরি প্রশ্ন করে তার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

প্রশ্নপত্রে তথ্যের প্রকৃতি প্রসঙ্গে Moser and kalton (1977 : 311) বলেছেন, " ঘটনামূলক প্রশ্নের ক্ষেত্রে উত্তরদাতাকে বুঝতে ও তাদের উত্তর বুঝতে যে কোনো যুক্তিসংগত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন, কিন্তু মনোভাব সংক্রান্ত প্রশ্নের ক্ষেত্রে এ ধরনের সুযোগ নেই।"

প্রশ্নপত্রের প্রকারভেদ
Classification of Questionnaire

প্রশ্নমালা হচ্ছে উপাত্ত সংগ্রহের জন্য প্রস্তুতকৃত এক সেট প্রশ্নের তালিকা যা উত্তর প্রদানের জন্য কিছু ব্যক্তির নিকট প্রেরণ করা হয়। সাধারণত প্রাথমিক উৎস থেকে উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত কৌশলের মধ্যে এটি একটি বহুল প্রচলিত কৌশল। বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের সমন্বয়ে প্রশ্নমালা গড়ে ওঠে। প্রশ্নমালার এ আঙ্গিকগত দিকটাকেই অনেকে প্রশ্নের ধরন হিসেবে চিহ্নিত করে থাকেন।

প্রশ্নমালা এক বা একাধিক ধরনের সমন্বয়ে গড়ে উঠতে পারে। প্রশ্নমালার কাঠামোর ভিত্তিতে প্রশপত্র দুইটি ভাগে বিভক্ত। যেমন-

১. উন্মুক্ত বা খোলা প্রশ্ন (Open-ended questions)
২. আবদ্ধ প্রশ্ন (Close ended Questions)

নীচে এ শ্রেণিভেদগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

১. **উন্মুক্ত বা খোলা প্রশ্ন (Open-ended questions) ঃ** যে প্রশ্নের উত্তরে উত্তরদাতাকে তার ইচ্ছাকৃত তথ্যপ্রদান করার সুযোগ দান করা হয় সেটিই হলো উন্মুক্ত প্রশ্ন। এ ধরনের প্রশ্নে উত্তরদানের ক্ষেত্র সম্পূর্ণভাবে উন্মুক্ত রাখা হয়। যেমন-
'আপনি এ ব্রান্ডের পণ্যে কী কী সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন? সংক্ষেপে বলুন---- ।'-এ ধরনের প্রশ্নের এক্ষেত্রে উত্তরদাতা তার ইচ্ছেমতো উত্তর দিতে পারবেন। এজন্য এটি হলো খোলা প্রশ্ন।

২. **আবদ্ধ প্রশ্ন (Close ended Questions) ঃ** এ ধরনের প্রশ্নে সম্ভাব্য উত্তর একই সাথে উল্লেখ করা হয় এবং উত্তদাতার সামনে এমনভাবে তুলে ধরা হয় যাতে সাড়াপ্রদানকারী সম্ভাব্য উত্তরগুলোর মধ্য হতে পছন্দমতো উত্তরটি নির্দিষ্ট করতে পারেন। অর্থাৎ এ ধরনের প্রশ্নে সম্ভাব্য বিকল্প উত্তর দেওয়া থাকে, যা থেকে উত্তরদাতা তার কাছে সর্বাধিক গুরুত্বের উত্তরটি বেছে নিতে পারেন। উদাহরণ-
ভালো পণ্যের বিজ্ঞাপণ দরকার নেই?
উত্তর: ক) খ) গ) ঘ)
❖ ক) মোটামুটি একমত খ) একমত নন গ) মোটেও একমত নন ঘ) সিদ্ধান্ত নিতে অপারগ

প্রশ্নপত্রের সুবিধা
Advantages of Questionnaire

গবেষণার তথ্য সংগ্রহের বহুল প্রচলিত এবং জনপ্রিয় একটি পদ্ধতি হলো প্রশ্নমালা পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে দেশের বিস্তৃত এলাকা হতে কম সময়ে দ্রুততার সাথে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। প্রশ্নমালা পদ্ধতির সুবিধাবলী নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১. **কম ব্যয়সাপেক্ষ** (Less expensive) ঃ প্রশ্নপত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা হলো এটা কম ব্যয় সাপেক্ষ। এ প্রক্রিয়ায় উত্তরদাতার কাছে ডাকযোগে বা লোক মারফত প্রশ্নপত্র পাঠিয়ে দেয়া হয়। কোনো তথ্যসংগ্রহকারীর উপস্থিতি প্রয়োজন হয় না। ফলে তথ্যসংগ্রহে তুলনামূলকভাবে কম খরচ হয়।

২. **বিস্তৃত এলাকায় তথ্যসংগ্রহ** (Coverage of vast area) ঃ প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে একটি বিস্তৃত এলাকার জনসাধারণের কাছ থেকে সহজে তথ্যসংগ্রহ করা যায়। বিশেষ করে, যখন কোনো উত্তরদাতা গবেষকের মুখোমুখি হওয়া অসম্ভব হয়ে ওঠে তখন এই পদ্ধতি বেশ উপকারী।

৩. **পক্ষপাতদুষ্টতামুক্ত** (Free from biasness) ঃ ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে তথ্যসংগ্রহের ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর ইচ্ছ-অনিচ্ছা, আশা-আকাঙক্ষা বা মতামত দ্বারা পক্ষপাতদুষ্ট হতে পারে। কিন্তু প্রশ্নমালার মাধ্যমে সংগ্রহীত তথ্য পক্ষপাতদুষ্টতা থেকে অনেকাংশে মুক্ত থাকা যায়।

৪. **ব্যক্তিগত সাক্ষাৎহীনতা** (No need to personal contact) ঃ প্রশ্নমালা পদ্ধতির বিশেষ আরেকটি সুবিধা হলো এতে তথ্যসংগ্রহের জন্য উত্তরদাতার সাথে কোনো রকম ব্যক্তিগত সাক্ষাতের প্রয়োজন হয় না। দূর থেকে প্রশ্নপত্র পাঠিয়েও তথ্য সংগ্রহ করা যায়।

৫. **কম দক্ষতার প্রয়োজন** (Need less skilled people)ঃ সাক্ষাৎকার কিংবা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তথ্যসংগ্রহের ক্ষেত্রে ব্যাপক দক্ষতাসম্পন্ন লোকের প্রয়োজন হয়। কিন্তু প্রশ্নমালা পদ্ধতিতে তুলনামূলকভাবে কম দক্ষতাসম্পন্ন লোক দিয়েও তথ্যসংগ্রহ করা সম্ভব হয়।

৬. **নির্ভরযোগ্য তথ্যের সম্ভাবনা বেশি** (High probability of reliable information)ঃ প্রশ্নপত্রের বিশেষ সুবিধা হলো এর মাধ্যমে নির্ভরযোগ্য তথ্যপ্রাপ্তির সম্ভাবনা বেশি থাকে। কেননা, উত্তরদাতা সময় নিয়ে সঠিক উত্তর দিতে পারেন। ফলে এর নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়।

৭. **সঠিক তথ্য** (Accurate information)ঃ প্রশ্নমালা পদ্ধতির মাধ্যমে অনেক সঠিক তথ্য পাওয়া যায়। অনেক তথ্য আছে যা নথিপত্র দেখে সাথে সাথে উত্তর দেয়া যায় না। সেক্ষেত্রে প্রশ্নমালা পদ্ধতি অনেক বেশি সুবিধাজনক।

৮. **সংবেদনশীল তথ্য** (Sensitive information)ঃ এমন অনেক সংবেদনশীল বিষয় আছে যা মানুষ মুখে বলতে পারে না কিন্তু লিখে প্রকাশ করতে সে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। এ সকল সংবেদনশীল তথ্য প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে সহজে পাওয়া যায়।

৯. **বিচ্ছিন্ন উত্তরদাতা** (Scattered respondents)ঃ এমন অনেক বিষয় আছে, যেক্ষেত্রে তথ্যসংগ্রহের জন্য দেশের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে থাকা উত্তরদাতার কাছে যেতে হয়। এসব ক্ষেত্রে প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে তথ্যসংগ্রহ অত্যন্ত সুবিধাজনক।

প্রশ্নপত্রের অসুবিধা

Disadvantages of Questionnaire

অন্যান্য পদ্ধতির তুলনায় প্রশ্নমালা পদ্ধতির মাধ্যমে তথ্যসংগ্রহ বেশ সুবিধাজনক হলেও এ পদ্ধতির কতকগুলো সুনির্দিষ্ট অসুবিধা রয়েছে। প্রশ্নমালা পদ্ধতির এ অসুবিধাগুলো নিম্নে তুলে ধরা হলো:

১. **অশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর অনুপযোগী** (Unappreciable for illiterate people)ঃ প্রশ্নপত্র পদ্ধতির প্রধান অসুবিধা হলো এটা অশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর জন্য অনুপযুক্ত মনে হয়। কোনো দেশের জনগণ শতভাগ শিক্ষিত না হলে এ পদ্ধতি ব্যবহার করা যায় না।

২. **ফেরত না পাওয়া** (Non-return of questionnaire) ঃ প্রশ্নপত্র পদ্ধতির অপর একটি অসুবিধা হলো প্রশ্নপত্র যথাযথভাবে ফেরত না পাওয়া। অনেকক্ষেত্রে উত্তরদাতার ব্যস্ততা কিংবা অন্য কোনো কারণে প্রশ্নপত্র নির্দিষ্ট সময় ফেরত পাঠায়না।

৩. **পর্যবেক্ষণের সুযোগ না থাকা** (No chance of observation)ঃ ডাকযোগে প্রেরিত প্রশ্নপত্রের আরেকটি বড় ত্রুটি হলো-এ ক্ষেত্রে প্রেরিত উত্তরকেই চূড়ান্ত বলে ধরে নিতে হয়। ফলে উত্তরের যথার্থতা, কিংবা দুর্বোধ্য প্রশ্নের উত্তর বুঝার কোনো উপায় থাকে না।

৪. **স্বতঃস্ফূর্ততার অভাব** (Lack of willingness)ঃ যদি কোনা উত্তরদাতার নিকট হতে স্বতঃস্ফূর্ত উত্তর চাওয়া হয় সে ক্ষেত্রে প্রশ্নপত্র পদ্ধতি যথাযথ হয় না। উত্তরদাতা অনেক সময় অন্যের কাছে শুনে উত্তর দিতে পারেন।

৫. **উত্তরদাতার ব্যাখ্যার সুযোগ কম** (Less opportunity of clarification fo respondents)ঃ উত্তর প্রদানের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য উত্তরের বিকল্প কোনো ব্যাখ্যা উত্তরদাতার কাছে থাকতে পারে। কিন্তু প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে গবেষকের কাছে সে ব্যাখ্যা প্রদানের সুযোগ কম থাকে।

৬. **ত্রুটিপূর্ণ প্রিন্টিং** (Defective printing)ঃ প্রশ্নমালায় অনেক সময় ত্রুটিযুক্ত ও অস্পষ্ট প্রিন্ট হয়ে থাকে। ফলে সরাসরি ব্যাখ্যা প্রদানের সুযোগ না থাকায় উত্তরদাতার পক্ষে অনেক সময় বুঝতে কষ্ট হতে পারে।

সারসংক্ষেপ

গবেষণার ক্ষেত্রে প্রাথমিক উৎস থেকে উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত কৌশলের মধ্যে প্রশ্নমালা একটি বহুল প্রচলিত কৌশল। বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের সমন্বয়ে প্রশ্নমালা গড়ে ওঠে। প্রশ্নমালার এ আঙ্গিকগত দিকটাকেই অনেকে প্রশ্নের ধরন হিসেবে চিহ্নিত করে থাকেন। প্রশ্নমালা এক বা একাধিক প্রশ্নের সমন্বয়ে গড়ে উঠতে পারে। প্রশ্নমালার কাঠামোর ভিত্তিতে প্রশ্নপত্র দুইটি ভাগে বিভক্ত- ১. উন্মুক্ত বা খোলা প্রশ্ন (Open-ended questions), ২.আবদ্ধ প্রশ্ন (Close-ended Questions). গবেষণার তথ্য সংগ্রহের বহুল প্রচলিত এবং জনপ্রিয় একটি পদ্ধতি হলো প্রশ্নমালা পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে দেশের বিস্তৃত এলাকা হতে কম সময়ে দ্রুততার সাথে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। প্রশ্নমালা পদ্ধতির সুবিধাবলী নিম্নে আলোচনা করা হলো-কম ব্যয়সাপেক্ষ, বিস্তৃত এলাকায় তথ্যসংগ্রহ,পক্ষপাতদুষ্টতা মুক্ত,ব্যক্তিগত সাক্ষাৎহীনতা,কম দক্ষতার প্রয়োজন,নির্ভরযোগ্য তথ্যের সম্ভাবনা বেশি,সঠিক ও সংবেদনশীল তথ্য পাওয়া যায়। এ পদ্ধতির বেশকিছু অসুবিধাও রয়েছে। প্রশ্নমালা পদ্ধতির এ অসুবিধাগুলো হলো- ইহা অশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর অনুপযোগী,অনেক সময় উত্তরপত্র ফেরত না পাওয়া, পর্যবেক্ষণের সুযোগ না থাকা এবং উত্তরদাতার ব্যাখ্যার সুযোগ কম থাকা ইত্যাদি।

পাঠ-৯.৩ প্রশ্নমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ ও প্রশ্নমালার নকশা প্রণয়ন প্রদ্ধতি
Consideration in Preparing a Questionnaire and Questionnaire Design Process

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- প্রশ্নমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
- গবেষণা প্রশ্নমালার নকশা প্রণয়ন প্রদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।

প্রশ্নমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ
Consideration in Preparing a Questionnaire

প্রশ্নমালা প্রণয়নের পদক্ষেপ
Steps of Preparing Questionnaire

অনুসন্ধান বিষয়ক কতকগুলো মুদ্রিত প্রশ্নের সমাহার হলো প্রশ্নমালা। অর্থাৎ অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যেও সাথে সম্পর্কিত তথ্যসংগ্রহের জন্য নির্দিষ্টক্রমে সাজানো একসেট মুদ্রিত প্রশ্নের তালিকাকে প্রশ্নমালা বলে। মূলত প্রাথমিক তথ্যসংগ্রহের প্রয়োজনেই প্রশ্নমালা প্রস্তুত করতে হয়। তাছাড়া একটি উৎকৃষ্ট প্রশ্নপত্র প্রণয়নের ক্ষেত্রে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়, সেগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১. **দলিলাদি পাঠানো** (Sending Documents) ঃ গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে উত্তরদাতার নিকট প্রশ্নেপত্রের সাথে ডাকটিকেটযুক্ত ও ঠিকানা সংবলিত ফেরত খাম পাঠানো যেতে পারে যাতে উত্তরদাতা প্রশ্নপত্রের উত্তরপূরণ করে তা সাথে সাথে প্রতিষ্ঠানের নিকট ফেরত পাঠাতে পারেন। প্রশ্নপত্রে সংক্ষেপে গবেষণার উদ্দেশ্য বর্ণনা করা উচিত যাতে করে উত্তরদাতাগণ গবেষণার উদ্দেশ্য সম্পর্কে অনুধাবন করতে পারেন। উত্তরদাতাকে আশ্বাস দিতে হবে যে, উত্তরের শতভাগ গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে।

২. **প্রশ্নগুলো সংক্ষিপ্ত ও সহজবোধ্য হওয়া উচিত** (Questions should be Concise and Easy to Understand)ঃ প্রশ্নগুলো যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত, সরল ও সাবলীল ভাষায় প্রণয়ন করতে হবে, যেন উত্তরদাতারা বিরক্তবোধ না করেন এবং প্রশ্নের সারমর্ম সহজেই বুঝতে পারেন। অর্থাৎ প্রশ্নমালায় অত্যাবশ্যকীয় ও সীমিতসংখ্যক প্রশ্নই থাকা উচিত।

৩. **প্রশ্নসমূহের ক্রমবিন্যাস করা উচিত** (Sequence of Questions to Maintain) ঃ প্রশ্নপত্রে প্রশ্নসমূহের যুক্তিপূর্ণ ধারাবাহিকতা বজায় রাখা উচিত। অর্থাৎ প্রশ্নপত্রে কোন প্রশ্নটি আগে, কোন প্রশ্নটি পরে সন্নিবশিত হবে সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। যেমন- "আপনি দৈনিক কয়টি সিগারেট খান?" এ প্রশ্নের আগে অবশ্যই "আপনি ধূমপান করেন কি না?-এ প্রশ্নটি সন্নিবেশিত হবে।

৪. **প্রশ্ন দ্ব্যর্থক হওয়া উচিত নয়** (Question should not be Ambiguous) ঃ প্রশ্নপত্রে এমন কোনো প্রশ্ন সন্নিবিষ্ট করা যাবে না, যাতে প্রশ্নটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন- 'আমাদের পণ্যটি কেমন' সম্বন্ধে বলুন এ ধরণের প্রশ্নকে বিভিন্ন উত্তরদাতা বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করতে পারেন। সুতরাং দ্ব্যর্থক প্রশ্নগুলো বর্জন করতে হবে।

৫. **প্ররোচিত প্রশ্ন বর্জন করা উচিত** (Leading Questions should Avoid) ঃ প্ররোচিত প্রশ্ন উত্তরদাতাকে একটি নির্দিষ্ট উত্তর দিতে বাধ্য করে। যেমন-"আপনি তো মাদকাসক্ত নন, তাই না?" এ প্রশ্নের উত্তর অবশ্যই না-বোধক হবে। এ ধরণের প্রশ্ন বর্জন করা উচিত। কারণ এতে গবেষণার ফলাফলে প্রভাব পরতে পারে।

৬. **অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন বর্জন করা উচিত** (Irrelevent Questions should Avoid) ঃ গবেষণার উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কহীন কোনো প্রশ্নই প্রশ্নপত্রে সন্নিবেশিত করা উচিত নয়। যেমন- ব্যক্তিগত আয় সম্পর্কিত বিষয় গবেষণার সাথে সম্পৃক্ত না থাকলে, 'আপনার মাসিক আয় কত?'- এমন প্রশ্ন যোগ করা যাবে না।

৭. **প্রাক্কলিত প্রশ্ন বর্জন করা উচিত** (Avoid Questions that Need Calculation) ঃ প্রাক্কলিত প্রশ্ন যেমন- 'আমার জায়গায় আপনি হলে কি করতেন?'- এমন প্রশ্ন বর্জন করা উচিত। উত্তরদাতা এ জাতীয় প্রশ্ন এড়িয়ে যেতে পারে এবং এসব অনুমান নির্ভর উত্তর জরিপের প্রকৃত ফলাফলকে প্রভাবিত করতে পারে।

৮. **প্রশ্ন সুনির্দিষ্ট হওয়া উচিত** (Questions should be Specific) ঃ প্রশ্নগুলো সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট অর্থবোধক এবং যথোপযুক্ত হতে হবে। প্রশ্নগুলো এমন হওয়া উচিত যাতে এর উত্তরে প্রত্যক্ষ এবং সুস্পষ্ট তথ্য পাওয়া যায়। যেমন- "আপনার পেশা কী?" এ জাতীয় প্রশ্নের সুনির্দিষ্ট জবাব পাওয়া যাবে। কিন্তু যদি প্রশ্ন করা হয়, "আপনার পেশা সম্বন্ধে বলুন"-এর উত্তরে সুস্পষ্ট জবাব নাও পাওয়া যেতে পারে।

৯. **উত্তরদাতাকে বিচলিত করে এমন প্রশ্ন বর্জন করা উচিত** (Avoid Questions that Create Anxiety to Respondents) ঃ যেসব প্রশ্ন উত্তরদাতাকে বিচলিত করতে পারে এবং যার ফলে অন্যান্য প্রশ্নের উত্তরও পাওয়ার আশা করা যায় না এমনসব প্রশ্ন সন্নিবিষ্ট করা যাবে না। যেমন-'আপনি প্রতি মাসে বেতনের অতিরিক্ত কত টাকা আয় করেন?'- এমনসব প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত করা উচিত নয়।

১০. **প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলি সন্নিবিষ্ট প্রশ্ন করা উচিত** (Necessary Instructions should be Inserted) ঃ উত্তরদাতা যেন সহজেই প্রশ্নপত্র পূরণ করতে পারেন, সে জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলি প্রশ্নপত্রের সাথে সংযুক্ত করে দেওয়া উচিত। প্রশ্নপত্রে প্রশ্নমালার তথ্যের পূর্ণ গোপনীয়তা রক্ষার জন্য আশ্বাস থাকা উচিত।

১১. **প্রাক-যাচাই** (Pre-test) ঃ তথ্যসংগ্রহের পূর্বে প্রশ্নমালাটি পুনঃনিরীক্ষণ করতে হয়। প্রশ্নপত্র যথার্থ ও ত্রুটিমুক্ত কিনা, এর দ্বারা যথেষ্ট তথ্যসংগ্রহ করা যাবে কিনা ইতাদি বিষয়ে প্রশ্নমালা চূড়ান্ত করার পূর্বে অবশ্যই যাচাই-বাছাই করতে হবে।

১২. **সারণিকরণ ও ফলাফল বিশ্লেষণ** (Tabulation and Result Analysis) ঃ সারণি তৈরিকরণ ও ফলাফল বিশ্লেষণের জন্য যেসব তথ্য প্রয়োজন সেসব তথ্যের গুরুত্বের ক্রমানুসারে যথাযথ বিন্যাস, উপস্থাপন ও বিশ্লেষণের সুবিধা থাকতে হবে।

পরিশেষে বলা যায় যে, প্রশ্নপত্র প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে গবেষণার জন্য উপযুক্ত ও সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা। কাজেই প্রশ্নপত্র বিন্যাসের সময় উল্লিখিত বিষয়গুলো গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করলে অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জিত হবে।

প্রশ্নমালা নকশা প্রক্রিয়া
Questionnaire Design Process

প্রশ্নমালা ডিজাইন সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হলো যে এর জন্য তেমন কোনো তত্ত্ব আজও উন্নয়ন হয়নি। তাছাড়া প্রশ্নমালা নকশাকরণের তেমন কোনো সাধারণ গাইড লাইন্সও নেই, যা কোনো আদর্শ প্রশ্নমালা প্রণয়নের নিশ্চয়তা দিতে পারে।

মূলত ভাল প্রশ্নমালা ডিজাইন নির্ভর করে ডিজাইনারের অভিজ্ঞতার উপর। বিখ্যাত লেখক Stanley Payne (1951) প্রদত্ত প্রশ্নমালা প্রণয়নের নকশাটি নীচে আলোচনা করা হলো

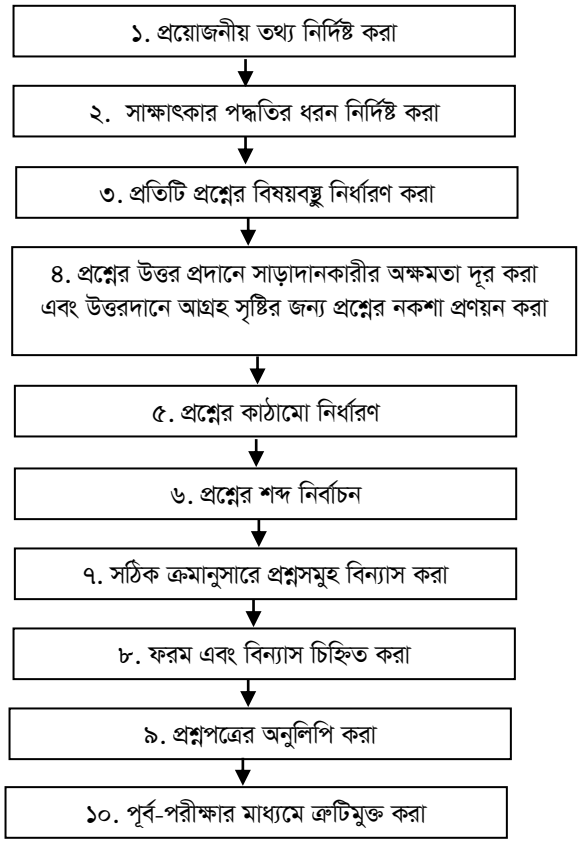

নিচে সংক্ষেপে প্রশ্নমালা প্রণয়নের পদক্ষেপগুলো উল্লেখ করা হলো:

পদক্ষেপ-১ : প্রয়োজনীয় তথ্য নির্দিষ্ট করা (Specify the information needed):

- তথ্যগুলো গবেষণা সমস্যার সমস্ত উপাদানগুলোকে সম্পৃক্ত করেছে কিনা।
- সমস্যার উপাদান প্রয়োজনে রিভিউ করা।
- প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য Dummy table-এর ব্যবস্থা করা।
- নির্ধারিত সমগ্রক সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকা।

পদক্ষেপ-২ **: সাক্ষাৎকার পদ্ধতির ধরন নির্দিষ্ট করা (Specify the types of interviewing method):**

- সাক্ষাৎকার পদ্ধতি কেমন হবে তা নির্ধারণ।
- প্রতিটি পদ্ধতির সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনা
- গবেষণা সমস্যা সমাধানে সঠিক পদ্ধতি নির্ধারণ।

পদক্ষেপ-৩ : প্রতিটি প্রশ্নের বিষয়বস্তু নির্ধারণ (Determine the content of individual questions):

- প্রশ্নটির প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ।
- কোনো বিষয়ে একটি প্রশ্ন হবে না একাধিক প্রশ্ন হবে তা নির্ধারণ।
- দ্বৈত উত্তর সংবলিত প্রশ্ন পরিহার।
- সাপ্লিমেন্টারি প্রশ্নের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ।

পদক্ষেপ-৪ : প্রশ্নের উত্তর প্রদানে সাড়াপ্রদানকারীর অক্ষমতা দূর করা এবং উত্তরদানে আগ্রহ সৃষ্টি (Overcome the respondent's inability an unwillingness to answer):

- প্রশ্নটি উত্তর প্রদানকারীর নিকট পরিষ্কার কিনা জানতে হবে।
- উত্তরদাতা স্মরণ করতে পারে এমন প্রশ্ন করা।
- উত্তরদাতা অনুভূতি স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করতে পারে কিনা তা জানা।
- উত্তরদাতার উত্তর প্রদানের প্রয়োজনীয় প্রচষ্টা কমানো।
- প্রশ্নের বিষয়বস্তু সঠিক কিনা তা নির্ধারণ।
- প্রশ্নের বিধিসম্মত উদ্দেশ্য থাকতে হবে।

পদক্ষেপ - ৫ : প্রশ্নের কাঠামো নির্ধারণ (Decide the question structure):

- মুক্ত প্রশ্নের ব্যবহার
- সম্ভব হলে মানসম্পন্ন প্রশ্ন ব্যবহার।
- বহুনির্বাচনি প্রশ্ন।
- দুঅংশে বিভক্ত উত্তরে একটি নিরপেক্ষ উত্তরের ব্যবহার।
- স্কেলের ব্যবহার।

পদক্ষেপ - ৬ : প্রশ্নের শব্দ নির্বাচন (Determine the question wording):

- প্রশ্ন কোন শব্দ দ্বারা শুরু হবে তা নির্ধারণ।
- সাধারণ শব্দ ব্যবহার করা।
- অস্পষ্ট শব্দ পরিহার করা।
- ইঙ্গিত দানকারী প্রশ্ন পরিহার করা।
- প্রশ্নপত্রে ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় বিবৃতি থাকা দরকার।
- উত্তরদাতাদের কোন প্রাক্কলন সুযোগ না থাকে।

পদক্ষেপ-৭ : সঠিক ক্রমানুসারে প্রশ্নগুলো সাজানো (Arrange the question in proper order):

- প্রারম্ভিক প্রশ্নটি আগ্রহমূলক, সহজ ও ভীতিহীন হওয়া উচিত।
- মানসম্পন্ন প্রশ্ন প্রাতমিক প্রশ্ন হতে পারে।
- মৌলিক তথ্যসমূহ প্রতমে থাকা উচিত।
- সাধারণ প্রশ্নগুলো পর্যাক্রমে থাকা দরকার।
- উপ প্রশ্নগুলো সতকৃতার সাথে নির্বাচন করা।

পদক্ষেপ - ৮ : ফরম এবং বিন্যাস চিহ্নিত করা (Identify the form and layout):

- প্রশ্নগুলো বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করা।
- প্রতিটি প্রশ্নে ক্রমিক থাকা উচিত।
- প্রশ্নমালা পূর্ব নির্ধারিত কোড অনুসারে হওয়া উচিত।
- প্রশ্নমালার সিরিয়াল থাকা উচিত।

পদক্ষেপ-৯ : প্রশ্নপত্রের অনুলিপি করা (Reproduce questionnaire):

- প্রশ্নমালায় পেশাগত ছাপ থাকা উচিত।
- প্রশ্নমালা বেশি প্রলম্বিত না হওয়া।
- প্রশ্নমালা Single পেজ এ হওয়া ভাল তবে প্রয়োজনে দু পাতা হতে পারে।
- উলম্ব উত্তরের জন্য কলাম ব্যবহার করা যেতে পারে।
- যদি কোনো প্রশ্নের জন্য নির্দেশনা তাকে তবে যতদূর সম্ভব ঐ প্রশ্নের কাছাকাছি তাকতে হবে।
- প্রশ্নমালা উত্তম কাগজে করা উচিত। প্রয়োজনে রঙিন হতে পারে।

- কাপুরুষোচিত প্রশ্নের মাধ্যমে প্রশ্নমালা ছোট করার প্রবণতা এড়াতে হবে।

পদক্ষেপ-১০ : পূর্ব-পরীক্ষণের মাধ্যমে ভুল হ্রাস (Eliminate the bugs by pretesting):

- পূর্ব পরীক্ষা করা উচিত।
- একটি প্রশ্নের প্রতিটি দিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা
- ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে পূর্ব পরীক্ষা সম্পাদন হওয়া ভাল।
- Sample সাইজ 15 থেকে 30 হওয়া ভাল।
- প্রশ্নমালা পূন:মূল্যায়ন করা উচিত।
- সংকেতায়ন ও বিশ্লেষণ করা

পরিশেষে বলা যায়, প্রশ্নমালা নকশায়নের তেমন কোনো সাধারণ গাইড লাইন নেই যা একটি আদর্শ প্রশ্নমালা প্রণয়নের সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা দিতে পারে। মূলত ভাল প্রশ্নমালার ডিজাইন নির্ভর করে ডিজাইনারের অভিজ্ঞতা,দক্ষতা ও যোগ্যতার উপর।

সারসংক্ষেপ

কতকগুলো মুদ্রিত প্রশ্নের সমাহার হলো প্রশ্নমালা। গবেষণার তথ্য অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কিত নির্দিষ্ট ক্রমানুসারে সাজানো একসেট মুদ্রিত প্রশ্নের তালিকাকে প্রশ্নমালা বলে। মূলত প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজনেই এ প্রশ্নমালা প্রস্তুত করা হয়। একটি উৎকৃষ্ট প্রশ্নপত্র প্রণয়নের ক্ষেত্রে যেসব ধারাবাহিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়, সেগুলো হলো-পাঠানো দলিলাদি, গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে উত্তরদাতার নিকট প্রশ্নেপত্রের সাথে ডাক টিকেটযুক্ত ও ঠিকানা সংবলিত ফেরত খাম পাঠানো যায়, যাতে উত্তরদাতা প্রশ্নপত্রের উত্তরপূরণ করে তা প্রতিষ্ঠানের নিকট ফেরত পাঠাতে পারেন। প্রশ্নপত্রে সংক্ষেপে গবেষণার উদ্দেশ্যের বর্ণনা থাকা উচিত যাতে করে উত্তরদাতাগণ গবেষণার উদ্দেশ্যাবলী সহজে অনুধাবন করতে পারেন। উত্তরদাতাকে আশ্বাস দিতে হবে যে,তার তথ্যের শতভাগ গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে। প্রশ্ন সংক্ষিপ্ত ও সহজবোধ্য হওয়া উচিত অর্থাৎ প্রশ্নগুলো যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত, সহজ ও সাবলীল ভাষায় প্রণয়ন করতে হবে, যেন উত্তরদাতারা বিরক্তবোধ না করেন এবং সহজে অর্থ বুঝতে পারেন। প্রশ্নমালায় অত্যাবশ্যকীয় ও সীমিত সংখ্যক প্রশ্ন থাকা উচিত।

পাঠ-৯.৪ সাক্ষাৎকারের শ্রেণিবিভাগ: ব্যক্তিগত ও টেলিফোন সাক্ষাৎকারের সুবিধা-অসুবিধা
Classification of Interview: Advantages and Disadvantages of Personal and Telephone Interview

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- সাক্ষাৎকারের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে পারবেন।
- ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের সুবিধা-অসুবিধা বর্ণনা করতে পারবেন।
- টেলিফোন সাক্ষাৎকারের সুবিধা-অসুবিধা বর্ণনা করতে পারবেন।

সাক্ষাৎকারের শ্রেণিবিভাগ
Classification of Interview

তথ্য বা উপাত্ত সংগ্রহের জন্য গৃহীত সাক্ষাৎকারকে নিম্নলিখিতভাবে বিভক্ত করা যায়:

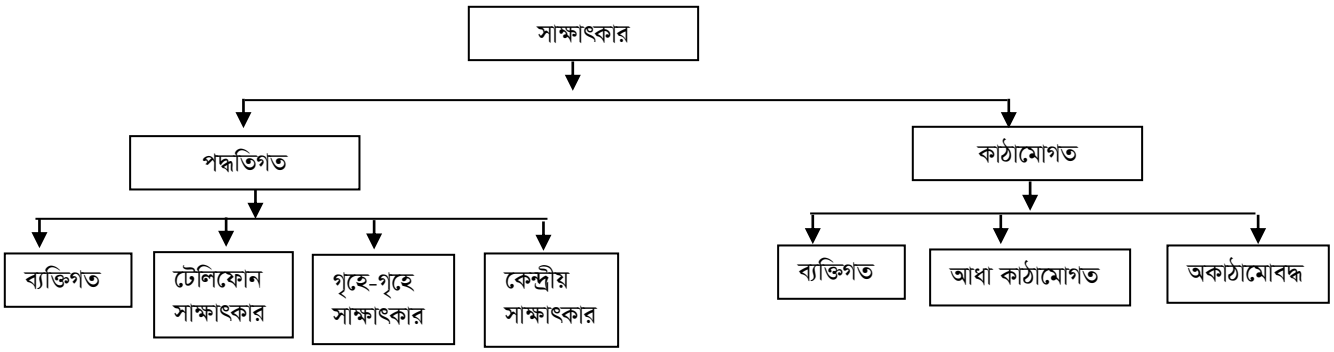

ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার (Personal Interview)ঃ ইহা সাক্ষাৎকার গ্রহণের একটি অন্যতম বহুল প্রচলিত পদ্ধতি। ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারকে মুখোমুখি সাক্ষাৎকারও বলা হয়। এক্ষেত্রে সাক্ষাৎগ্রহীতা ও সাক্ষাৎপ্রদানকারী একই স্থানে অবস্থান করে। সাক্ষাৎগ্রহীতা সরাসরি সাক্ষাৎপ্রদানকারীকে প্রশ্ন করেন এবং সাক্ষাৎপ্রদানকারী সে প্রশ্নের জবাব দেন।

টেলিফোন সাক্ষাৎকার (Telephonic interview)ঃ এক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহকারী টেলিফোন বা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে তথ্য প্রদানকারীকে সরাসরি প্রশ্ন করে নিকট থেকে তথ্যসংগ্রহ করেন। এক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীকে কৌশলী, চতুর, মিষ্টভাষী হতে হয়।

ডোর টু ডোর (Door to door)ঃ এক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী তথ্য সংগ্রহের জন্য উত্তর প্রদানকারীর বাসায় গিয়ে মুখোমুখি হয়ে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। এটা অনেকটা ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের মতো হলেও কিছুটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে একজন সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী একটি নিদিষ্টি স্থানে বসে থাকেন উত্তর প্রদানে আগ্রহী ব্যক্তিরা সেথায় এসে সাক্ষাৎকার প্রদান করেন।

কেন্দ্রীয় সাক্ষাৎকার (Central interview)ঃ যখন কোনো সাক্ষাৎকার কেন্দ্রীয়ভাবে একটি স্থানে পেশাদার সাক্ষাৎ গ্রহণকারীদের সহায়তায় সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয় তখন তাকে কেন্দ্রীয় সাক্ষাৎকার বলে। এটা কম্পিউটার ও টেলিফোন ব্যবহার করেও সমাধা করা যেতে পারে।

কাঠামোগত সাক্ষাৎকার (Structural interview)ঃ যখন কোনো সাক্ষাৎকার পূর্বনির্ধারিত প্রশ্নের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়, তখন তাকে কাঠামোগত সাক্ষাৎকার বলে। এক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী সাক্ষাৎকার গ্রহণের পূর্বে কী কী প্রশ্ন করবেন তা স্থির করে রাখেন।

আধা-কাঠামোগত সাক্ষাৎকার (Semi-structural interview)ঃ যখন প্রায় খোলামেলা আলোচনা বা অংশগ্রহণের মাধ্যমে পূর্বনির্ধারিত প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার চেষ্টা করা হয়, তখন তাকে আধা-কাঠামোগত সাক্ষাৎকার বলে।

অকাঠামোবদ্ধ সাক্ষাৎকার (Unstructured interview)ঃ এক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী কোনো পূর্বনির্ধারিত প্রশ্নমালা ছাড়াই তথ্য প্রদানকারীর নিকট থেকে তথ্যসংগ্রহ করে, তখন তাকে অকাঠামোবদ্ধ সাক্ষাৎকার বলে।

ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের সুবিধা-অসুবিধা
Advantages and Disadvantages of Personal Interview

ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের সুবিধা-অসুবিধাগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

সুবিধাবলী (Advantages):

১. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের ফলাবর্তন খুব দ্রুত পাওয়া যায়।
২. এ ধরনের সাক্ষাৎকারের দ্রুত ফলো-আপ এর সুযোগ বেশি থাকে।
৩. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহকারীর অপেক্ষাকৃত সংখ্যা বেশি হয়।
৪. এ প্রক্রিয়ায় পর্যাপ্ত তথ্যপ্রাপ্তির সুযোগ থাকে।
৫. একান্ত ব্যক্তিগত বা গোপনীয় উপাত্ত সহজেই সংগ্রহ করা যায়।
৬. গবেষণা নমুনায়নের আকার সহজে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
৭. মুখোমুখি প্রশ্নের উত্তর নিয়ন্ত্রিত থাকে।
৮. মুখোমুখি হওয়ায় উত্তরদাতারা নিরুত্তর থাকতে পারে না।
৯. এ প্রক্রিয়ায় সাথে সাথে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করার সুযোগ থাকে।
১০. প্রশ্নকর্তা ও উত্তরদাতা মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ থাকায় সম্পর্কের তারে মধ্যে উন্নয়ন ঘটে।

অসুবিধাসমূহ (Disadvantages):

১. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার একটি ব্যয়বহুল সাক্ষাৎকার পদ্ধতি।
২. এখানে সাক্ষাৎকার গ্রহীতা ও দাতা উভয়ের পক্ষপাতিত্বের সুযোগ থাকে।
৩. এ প্রক্রিয়ায় অনেক জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে।
৪. এ পদ্ধতিতে প্রশ্ন করার সময় বেশ কিছু ত্রুটি থাকতে পারে।
৫. ব্যাক্তিকে খুঁজে পাওয়া কঠিন। কাজেই এটা সময়সাপেক্ষ পদ্ধতিও বটে।
৬. অনেক লোকের সাক্ষাৎকার একসাথে নেওয়া অসম্ভব হয়ে যায়।

টেলিফোন সাক্ষাৎকারের সুবিধা-অসুবিধা
Advantages and Disadvantages of Telephone Interview

টেলিফোন সাক্ষাৎকারের সুবিধা-অসুবিধাগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

সুবিধা (Advantages):

১. অন্যান্য পদ্ধতির তুলনায় টেলিফোনে অনেক দ্রুত তথ্যসংগ্রহ করা যায়।
২. এতে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার পদ্ধতির চেয়ে অনেক কম অর্থ ব্যয় হয়।
৩. এ পদ্ধতিতে উত্তরদানকারীকে প্রয়োজনে বার বার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যায়।
৪. এ পদ্ধতিতে অপেক্ষাকৃত বেশি লোকের সাড়া মেলে।
৫. এ প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত তথ্যাবলী রেকর্ড করে রাখা যায়, পরে বিশ্লেষণ করা সহজ হয়।
৬. সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী সহজেই সাক্ষাৎকার গ্রহণের কারণ উল্লেখ করতে পারেন।
৭. ঘরে বসে সরাসরি প্রশ্ন করা যায় বিধায় কোনো আলাদা মাঠকর্মীর প্রয়োজন হয় না।
৮. এ পদ্ধতিতে অফিস সময় ছাড়াও ফোনে তথ্যসংগ্রহ করা যায়।

অসুবিধাসমূহ (Disadvantages):

১. টেলিফোনে স্বল্পসময়ের জন্য কথা বলা হয়।
২. সকল ধরনের উত্তরদাতার টেলিফোন নাও থাকতে পারে।
৩. অনধাবনমূলক প্রশ্নের উত্তর টেলিফোনে পাওয়া যায় না।
৪. এখানে উত্তরদাতার ও প্রশ্নকর্তার পক্ষপাতিত্বের সুযোগ থাকে।
৫. উত্তরদাতারা প্রস্তুত না থাকায় টেলিফোন অনেক সময় বিরক্তির কারণ হতে পারে।

সারসংক্ষেপ

গবেষণা প্রতিষ্ঠানের তথ্য বা উপাত্তসংগ্রহের জন্য গৃহীত সাক্ষাৎকারকে পাঁচভাগে বিভক্ত করা যায়: ১.ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার: ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারকে মুখোমুখি সাক্ষাৎকারও বলা হয়। এক্ষেত্রে সাক্ষাৎগ্রহীতা ও সাক্ষাৎপ্রদানকারী একই স্থানে অবস্থান করে। সাক্ষাৎগ্রহীতা সরাসরি সাক্ষাৎপ্রদানকারীকে প্রশ্ন করেন এবং সাক্ষাৎপ্রদানকারী সে প্রশ্নের জবাব দেন, ২. টেলিফোন সাক্ষাৎকার: এক্ষেত্রে তথ্যসংগ্রহকারী সরাসরি টেলিফোন বা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে তথ্য প্রদানকারীর নিকট থেকে তথ্যসংগ্রহ করেন। এক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীকে কৌশলী, চতুর, মিষ্টভাষী হতে হয়। ৩. ডোর টু ডোর বা মুখোমুখি সাক্ষাৎকার: এ পদ্ধতিতে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী তথ্য সংগ্রহের জন্য উত্তর প্রদানকারীর বাসায় গিয়ে তার মুখোমুখি হয়ে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। এটা অনেকটা ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের মতো হলেও এক্ষেত্রে কিছুটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার পদ্ধতিতে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী একটি নির্দিষ্ট স্থানে বসে থাকেন উত্তর প্রদানকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ সেথায় এসে সাক্ষাৎকার প্রদান করেন, ৪. কেন্দ্রীয় সাক্ষাৎকার: যখন কোনো সাক্ষাৎকার কেন্দ্রীয়ভাবে একটি স্থানে পেশাদার সাক্ষাৎ গ্রহণকারীদের সহায়তায় সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন তখন তাকে কেন্দ্রীয় সাক্ষাৎকার বলে। এক্ষেত্রে কম্পিউটার ও টেলিফোন ব্যবহার করেও সমাধান করা যেতে পারে এবং ৫. কাঠামোগত সাক্ষাৎকার: যখন কোনো সাক্ষাৎকার পূর্বনির্ধারিত প্রশ্নের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয় তখন তাকে কাঠামোগত সাক্ষাৎকার বলে। এক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী সাক্ষাৎকার গ্রহণের পূর্বে কী কী প্রশ্ন করবেন তা স্থির করে রাখেন।

পাঠ-৯.৫

প্রশ্নের কাঠামো পছন্দকরণ ও শব্দ নির্বাচন
Choosing Question Structure, Choosing Question and Wording of a Question

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- প্রশ্নপত্রের কাঠামো পছন্দকরণ সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে পারবেন।
- প্রশ্নপত্রের শব্দ নির্বাচন পদ্ধতির বর্ণনা করতে পারবেন।

প্রশ্নের কাঠামো পছন্দ
Choosing Question Structure

কাঠামোর দিক থেকে প্রশ্নকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- কাঠামোগত ও কাঠামোহীন। কাঠামোগত প্রশ্নকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা হয়। এগুলো হলো - বহু নির্বাচনি প্রশ্ন, দুই অংশে বিভক্ত প্রশ্ন এবং পরিমাপক প্রশ্ন। গবেষককে অবশ্যই তথ্য প্রাপ্তির সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনা করে প্রশ্নের কাঠামো পছন্দ করতে হবে। নিম্নে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

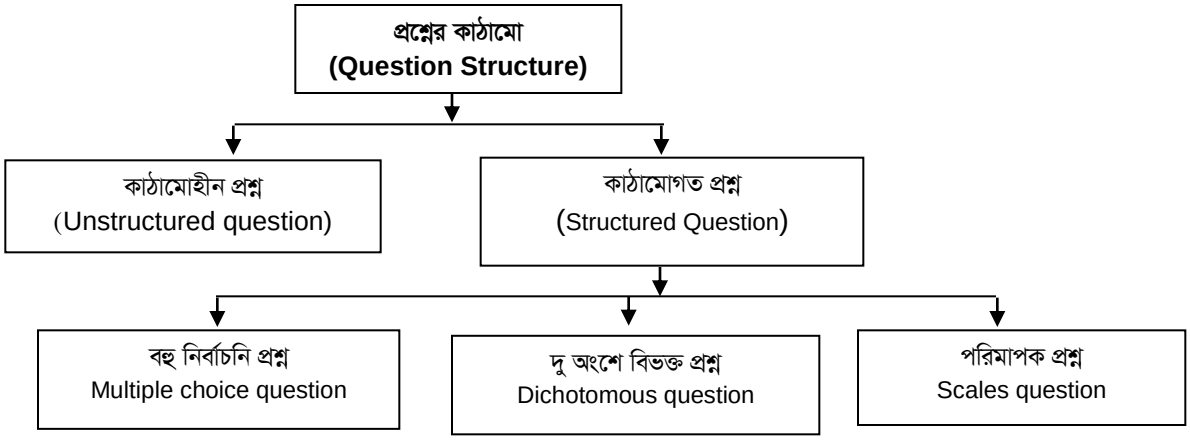

ক) কাঠামোহীন প্রশ্ন (Unstructured Questions) : যে সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদানে উত্তরদাতার স্বাধীনতা থাকে অর্থাৎ নিজের ভাষায়, নিজের ইচ্ছামতো বা নিজের সুবিধামতো উত্তর প্রদান করতে পারে, ঐ সকল প্রশ্নকে কাঠামোহীন প্রশ্ন বলে। যেমন-" আপনার প্রিয় পোশাক কী?" অথবা "আপনার প্রিয় খাবার কী?" ইত্যাদি কাঠামোহীন প্রশ্ন।

এ প্রসঙ্গে N.K. Malhotra and S/ Dash বলেন- "Unstructured Questions are open ended questions that respondents answer in their own words." অর্থাৎ, যে সকল প্রশ্নের উত্তর উত্তরদাতা নিজের ভাষায় প্রদান করতে পারে, তাকে কাঠামোহীন প্রশ্ন বলে। কাঠামোহীন প্রশ্নকে অনেক সময় Free Question বলা হয়। সাধারণত অনুসন্ধানমূলক গবেষণায় এ ধরনের প্রশ্ন বেশ কার্যকরী হয়।

কাঠামোহীন প্রশ্নের সুবিধা
Advantages of Unstructured Questions

বিপণন গবেষণাসহ অন্যান্য Exploratory গবেষণায় মুক্ত প্রশ্ন করা হলে বেশ কিছু সুবিধা পাওয়া যায়। নিম্নে কাঠামোবিহীন বা উন্মুক্ত প্রশ্নের সুবিধা উল্লেখ করা হলো:

- কোনো প্রশ্নমালার সূচনা প্রশ্নগুলো উন্মুক্ত থাকলে বেশ কার্যকর হয়।
- মুক্ত প্রশ্নের উত্তরে উত্তরদাতা সহজেই তাদের মতামত প্রকাশ করতে পারে।
- এ ধরনের প্রশ্নের পক্ষপাতমূলক উত্তর হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।
- উত্তরদাতারা স্বাধীনভাবে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরতে পারে।
- উত্তরদাতাদের মতামত ও ব্যাখ্যাসমূহ গবেষকের উপলব্ধি ও অন্তর্জ্ঞান সমৃদ্ধ করতে পারে এবং
- মুক্ত প্রশ্ন উত্তরদাতার নিকট আলাদা গুরুত্ব পায়। ফলে উত্তরের মধ্যে সৃজনশীলতা বৃদ্ধি পায়।

কাঠামোবিহীন প্রশ্নের অসুবিধা
Disadvantages of Unstructured Questions

গবেষণার জন্য তথ্য সংগ্রহে কাঠামোবিহীন প্রশ্ন ব্যবহার করা হলে বেশ কিছু অসুবিধা সৃষ্টি হয়। নিম্নে কাঠামোবিহীন প্রশ্নের সীমাবদ্ধতা বা অসুবিধা উল্লেখ করা হলো:

- সাধারণত মুক্ত প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর পক্ষপাতিত্বের সম্ভাবনা বেশি থাকে। কেননা, উত্তরটি সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর বিপক্ষে গেলে সেটা সে গৃহীত নাও হতে পারে।
- এক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীকে উত্তর লিখতে হয়। ফলে অনেক সময় সেটা করা সম্ভব হয় না।
- সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর দক্ষতার উপর সঠিক উপাত্ত সংগ্রহ নির্ভর করে।
- উপাত্তসমূহের অধিকতর বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার জন্য সংকেতায়নের প্রয়োজন হয়, যা বেশ জটিল ও ব্যয়বহুল।
- কাঠামোবিহীন প্রশ্নে অনেক সময় উত্তরদাতা উত্তর বলার চেয়ে সংক্ষেপে লিখে দিতে চায়। ফলে গবেষকের পক্ষে উত্তর বিশ্লেষণ কষ্টকর হয়।
- উন্মুক্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে অনেক সময় উত্তরদাতা দ্বিধান্বিত হয়, ফলে তার উত্তর দিতে অনেক সময় লাগে। সঠিকভাবে সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ হয় না।
- বিভিন্ন উত্তরদাতার উত্তরের মধ্যে মিল না থাকার কারণে উপাত্ত তুলনাকরণ, শ্রেণিবদ্ধকরণ, বিশ্লেষণ ও ফলাফল নির্ধারণ বেশ কষ্টকর হয়।
- তবে পূর্বসংকেত ব্যবহার করে কাঠামোহীন প্রশ্নের অনেক অসুবিধা দূর করা সম্ভব হয়।

(খ) কাঠামোগত প্রশ্ন (Structure Questions) : যে সকল প্রশ্নের জন্য পূর্বনির্ধারিত বিকল্প উত্তর সেট প্রদত্ত থাকে তাকে কাঠামোগত প্রশ্ন বলে। এখানে উত্তরদাতা নিজস্ব ভাষায় কোনো উত্তর দিতে পারে না। যেমন- তুমি বিপণন গবেষণা বই পড়েছ?

উত্তর: (ক) হ্যাঁ (খ) না।

কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের ক্ষেত্রে N. Malhotra এবং Dash বলেন, "Structured questions specify the set of response alternatives and the response format."

কাঠামোগত প্রশ্ন বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করা যায়। নিম্নে কাঠামোগত প্রশ্নের উপস্থাপন পন্থা আলোচনা করা হলো:

১. **বহু নির্বাচন প্রশ্ন** (Cultiple-Choice question) ঃ কোনো প্রশ্নের উত্তর নির্বাচনে দু'য়ের অধিক Option থাকলে তাকে বহু নির্বাচনি প্রশ্ন বলে। উত্তরদাতাকে অনেকগুলো উত্তরের মধ্যে সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করতে হয়। যেমন- "আপনি রাতদিনে কতবার দাঁত ব্রাশ করেন?

উত্তর: (ক) একবার ☐ (খ) দুবার ☐ (গ) তিনবার ☐ (ঘ) চারবার বা বেশি ☐

এ ধরনের প্রশ্নের তৈরিতে গবেষককে দুটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখতে হয়। প্রথমত, প্রশ্নের কিছু বিকল্প উত্তর নির্ধারণ করা এবং দ্বিতীয়ত উত্তরের ক্রমানুসার বা অবস্থানগত পক্ষপাতের দিকে লক্ষ রাখা।

গবেষককে উত্তরের সেট এমনভাবে নির্ধারণ করতে হবে যাতে সম্ভাব্য সকল উত্তর অন্তর্ভুক্ত করা যায়। উত্তরের অনেকগুলো বিকল্প থাকলে `Other' (অন্যান্য) দ্বারা প্রকাশ করা যায়। নিচে এরূপ একটি প্রশ্নের উদাহরণ দেওয়া হলো। যেমন-

আপনি কি আগামী তিন মাসের মধ্যে একটি নতুন গাড়ী কিনতে চান?

উত্তর: ক) অবশ্যই আমি কিনবো না।

খ) সম্ভবত আমি কিনছি না।

গ) আমি এখনো বলতে পারছিনা।

ঘ) সম্ভবত আমি কিনবো।

ঙ) অবশ্যই আমি কিনবো।

চ) অন্যান্য (যদি থাকে)।

বহু নির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর প্রদানে উত্তরদাতার order বা position একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ সম্পর্কে Malhotra বলেন, "Order or position bias is the respondents tendency to check an alternative merely because it occupies a certain position or is listed in a certain order."

দেখা গেছে, বিপণন গবেষণায় পরিমাণ বা মূল্য নির্বাচনে উত্তরদাতাগণ সাধারণত মাঝামাঝি সংখ্যাকে পছন্দ করে। এ ধরনের সমস্যা এড়ানোর জন্য কয়েকটি প্রশ্নমালা ডিজাইন করা যেতে পাওে যেখানে প্রতিটি প্রশ্নমালাতে কোনো প্রশ্নের উত্তর সেটের অবস্থান পরিবর্তন করা হয়।

বহু নির্বাচনি প্রশ্নের সুবিধা
Advantages of Multiple-choice Question

বহু নির্বাচনি প্রশ্নের সুবিধাসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

- আবদ্ধ প্রশ্নের অনেক সমস্যা দূর করা যায়।
- তালিকার ক্রমানুসার order বা অবস্থাগত পক্ষপাত দূর করার জন্য বিকল্প প্রশ্নমালা তৈরি করা যায় ফলে উত্তরের পক্ষপাত সমস্যার সমাধান হয়।
- মতামত প্রকাশের জন্য এটি অত্যন্ত কাযকর হয়।
- উত্তরগুলো মূল্যায়ন ও শ্রেণিকরণ সহজ হয়।
- প্রশ্নসমূহ পরিষ্কার ও সহজভাবে উত্তরদাতার নিকট তুলে ধরা যায়।
- উত্তরসমূহ প্রক্রিয়াকরণে সময় ও খরচ কম লাগে।
- সহজের টেবুলেশন ও বিশ্লেষণ করা যায়।
- উত্তরদাতার উত্তর প্রদানে আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

বহু নির্বাচনি প্রশ্নের অসুবিধা
Disadvantages of Multiple-choice Question

নিচে বহু নির্বাচনি প্রশ্নের অসুবিধা বা সীমাবদ্ধতা উল্লেখ করা হলো :

- ফলপ্রসূ ও আদর্শ বহু নির্বাচনি প্রশ্ন তৈরি করা ব্যাপক উদ্যোগের প্রয়োজন হয়।
- অনুসন্ধানমূলক গবেষণার জন্য বহু নির্বাচনি প্রশ্ন যথাযথ নয়।
- উত্তরগুলোর ক্রম অনেক সময় পক্ষপাত সৃষ্টি করতে পারে।
- বিকল্প উত্তরগুলো এক এক উত্তরদাতার কাছে আলাদা আলাদা অর্থ বহন করতে পারে।
- এখানে ধরে নেওয়া হয় যে উত্তরদাতা সকল বিকল্পই ভালভাবে জ্ঞাত।
- বিকল্প উত্তরের তালিকা তৈরি করা বেশ শ্রম ও ব্যয়সাপেক্ষ।

২. **দুটি অংশে বিভক্ত প্রশ্ন** (Dichotomous question) ঃ যদি কোনো প্রশ্নের শুধুমাত্র দুটি বিকল্প উত্তর হ্যাঁ অথবা না থাকে, তবে ঐ প্রশ্নকে দু অংশে বিভক্ত প্রশ্ন বলা হয়। এ ক্ষেত্রে উত্তরদাতার হ্যাঁ অথবা না ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প উত্তর দেওয়ার সুযোগ থাকে না। এ প্রসঙ্গে N. Malhotra and Dash বলেন- "Dicholomous question is a structured question with only two response alternative, such as yes and no."
যেমন-"তুমি কি কখনো আইসক্রীম খেয়েছ?
উত্তরঃ (ক) হ্যাঁ (খ) না।
ব্যবসায় বা বিপণন গবেষণায় দু'অংশে বিভক্ত প্রশ্নের ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যদিও দু'অংশে বিভক্ত প্রশ্নে সচরাচর দুটি বিকল্প উত্তর থাকে তথাপি, নিরপেক্ষ উত্তরের জন্য অনেক সময় সম্পূরক উত্তর সংযোজন করা যায়। যেমন- কোনো মতামত নেই/জানা নেই/উভয়ই/কোনোটিই নয় ইত্যাদি।

দুই অংশে বিভক্ত প্রশ্নের সুবিধা
Advantages of Dicholotmous Question

- প্রশ্নের উত্তর সহজেই ব্যাখ্যা ও রেকর্ড করা যায়।
- অতি সহজেই সংকেতায়ন ও বিশ্লেষণ করা যায়।
- উত্তরদাতা উত্তর দিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে।
- গবেষণা সমস্যার সারসংক্ষেপ তৈরি সহজতর হয়।
- উত্তরদাতার উত্তরপ্রদান তুলনামূলকভাবে সহজ হয়।
- উত্তরসমূহ দ্রুততার সাথে সম্পাদনা করা যায়।
- সুনির্দিষ্ট উত্তর দওেয়া থাকে বলে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর কোনো পক্ষপাতের সুযোগ থাকে না।

দুই অংশে বিভক্ত প্রশ্নের অসুবিধা
Disadvantages of Dicholotmous Question

- প্রশ্নপত্র তৈরির জন্য যথেষ্ট তথ্যের প্রয়োজন হয়।
- সঠিক শব্দ নির্বাচন, প্রয়োগ ও ব্যবহারে সমস্যা দেখা দেয়।
- প্রশ্নে ব্যবহৃত শব্দসমূহ অনেক সময় উত্তরদাতার উভয়কে প্রভাবিত করে।
- প্রশ্নের দুটি অংশ বিপরীতভাবে গঠন করার প্রয়োজন হলেও অনেক সময় তা সম্ভব হয়ে ওঠে না। ফলে অনেক ক্ষেত্রে উত্তরদাতা উত্তর প্রদান থেকে বিরত থাকে।

৩. **স্কেল বা পরিমাপকসমূহ** (Scales) ঃ কাঠামোগত প্রশ্নের উত্তর প্রদানে যদি স্কেলের ব্যবহার করা হয় তবে তাকে স্কেল প্রশ্ন বলে। কোনো বিষয়ের পরিমাপের জন্য প্রশ্নমালার নকশা প্রণয়ন এবং উত্তরের কাঠামো উন্নয়নকে স্কেল বলা হয়। স্কেলভিত্তিক পরিমাপের ক্ষেত্রে দুই প্রান্তবিশিষ্ট একটি স্কেল ব্যবহৃত হয়। স্কেলের দু প্রান্ত সম্পূর্ণ বিপরীতমান প্রকাশ করে।

স্কেল বা পরিমাপকের সুবিধা
Advantages of Scales

- উত্তরদাতার আবেগ ও অনুভূতির মাত্রা সহজেই পরিমাপ করা যায়।
- প্রাপ্ত উপাত্তসমূহ পরিসংখ্যানিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করা যায়।
- সহজে ও দক্ষতার সাথে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যায়।

- সহজে উপাত্তসমূহ সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা যায়।
- উত্তরদাতাগণ উত্তর দিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে।
- উত্তরদাতার উত্তর দিতে সময় কম লাগে।

স্কেল বা পরিমাপকের অসুবিধা
Disadvantages of Scales

- উত্তরদাতাগণের মনোভাব পার্থক্য যথাযথভাবে নির্ণয় করা যায় না।
- স্কেলের ব্যবধান উত্তরদাতার উভয়কে স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে পারে না।
- ব্যবহৃত বিভিন্ন টার্ম সম্পর্কে উত্তরদাতাগণের ভিন্ন ভিন্ন ধারণা থাকতে পারে।
- তথ্য শ্রেণিকরণ ও বিশ্লেষণে অনেক সময় গবেষক সমস্যায় পড়ে।

প্রশ্নপত্রের শব্দ নির্বাচন/পছন্দকরণ
Choosing Question Wording

প্রশ্নমালা উন্নয়নে শব্দ পছন্দ একটি ঝামেলাপূর্ণ ও জটিল কাজ। প্রশ্নমালাতে যদি দুর্বল শব্দবিন্যাস থাকে বা সঠিক শব্দ ব্যবহার না করা হয়, তবে উত্তরদাতারা উত্তর দিতে অস্বীকার করতে পারে বা ভুল উত্তর প্রদান করতে পারে। যখন উত্তরদাতাগণ প্রশ্নের উত্তর প্রদান থেকে বিরত থাকে, তখন তাকে Item nonresponse বলে এবং ভুল উত্তর দেওয়াকে Response error বলে। এ দুটি বিষয় গবেষণার ফলাফলকে মারাত্মক প্রভাবিত করতে পারে। সেজন্য দক্ষতার সাথে প্রশ্নমালার শব্দবিন্যাস বা পছন্দ করতে হবে। নিম্নে প্রশ্নের শব্দ পছন্দের সাধারণ নির্দেশনা আলোচনা করা হলো:

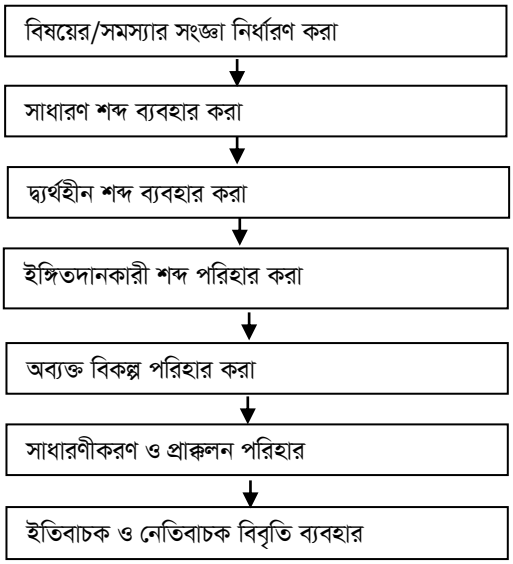

১. **সমস্যা বা বিষয়ের সংজ্ঞা নির্ধারণ করা** (Define the issue) ঃ যে বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে সেগুলো সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করতে হবে।

২. **সাধারণ শব্দ ব্যবহার** (Use ordinary words) ঃ প্রশ্নমালাতে সাধারণ শব্দ ব্যবহার করা উচিত এবং এগুলো উত্তরদাতার শব্দভান্ডার লেভেলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া দরকার। শব্দ নির্বাচনের ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, ব্যবহৃত শব্দগুলো যাতে মোটামুটি সবাই বুঝে। আমাদের মতো দেশে যেখানে অধিকাংশ ভোক্তারা স্বল্প

শিক্ষিত, সেখানে বিষয়টি আরো দক্ষতার সাথে বিবেচনা করা দরকার। সম্ভব হলে কৌশলগত পরিভাষা পরিহার করা উচিত। কেননা কৌশলগত শব্দ বা ভাষা সবার পখ্ষে অনুধাবন করা সম্ভব নয়।

৩. **দ্ব্যর্থহীন শব্ধ ব্যবহার করা** (Use unambiguioous words) ঃ প্রশ্নমালায় ব্যবহৃত শব্দগুলোর একক অর্থ থাকা দরকার। যে শব্দগুলো উত্তরদাতাদের নিকট ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করতে পারে তা না ব্যবহার করাই উত্তম।

৪. **ইঙ্গিতদানকারী বা পক্ষপাতমূলক প্রশ্ন পরিহার** (Avoid leading or biased questions) ঃ যে সকল প্রশ্ন উত্তরদাতাকে কাঙ্ক্ষিত উত্তরদানের জন্য ইঙ্গিত দেয় বা নির্দিষ্ট পন্থায় উত্তরদানের জন্য উদ্বুদ্ধ করে সে সকল প্রশ্নকে ইঙ্গিতদানকারী প্রশ্ন বলে।

৫. **অব্যক্ত বিকল্প পরিহার** (Avoid implicit alternative) ঃ ইঙ্গিতপূর্ণ বা অব্যক্ত বিকল্প হচ্ছে এমন একটি বিকল্প যা সুনির্দিষ্টভাবে ব্যাখ্যা বা প্রকাশ করা যায় না।

৬. **ইঙ্গিতপূর্ণ অনুমিতি পরিহার করা** (Avoid implicit assumptions) ঃ প্রশ্নে ব্যক্ত করা হয়নি এমন অনুমিতিকে বলা হয় অব্যক্ত ইঙ্গিতপূর্ণ অনুমিতি। এ ধরনের অব্যক্ত অনুমিতির উপর প্রশ্ন করা উচিত নয়। বরং প্রশ্ন করার সময় অনুমানসমূহ ব্যক্ত থাকা ভাল।

৭. **সাধারণীকরণ ও প্রাক্কলন পরিহার করা** (Avoid generalizations and estimation) ঃ প্রশ্নপত্র সার্বজনীন হওয়া উচিত নয় বরং এটি সুনির্দিষ্ট হওয়া উচিত। প্রশ্নের শব্দ এমন মওয়া দরকার যাতে, উত্তরদাতাগণ উত্তর সাধারণীকরণ না করতে পারে। তাছাড়া প্রশ্নের উত্তরদাতা যেন কোনো আনুমানিক হিসাব করে বা প্রাক্কলন করে কোনো উত্তর দিতে না হয়।

৮. **ইতিবাচক ও নেতিবাচক বিবৃতি** (Positive and negative statements) ঃ যে সকল প্রশ্ন জনগণের মনোভাব বা লাইফ স্টাইল পরিমাপের জন্য করা হয়, যাতে বিবৃতি থাকে এবং উত্তরদাতারা তাদের সম্মতির মাত্রা নির্ধারণ করে। এটা সত্য যে, প্রশ্নের ইতিবাচক বা নেতিবাচক যাই হোক না কেন, বিবৃতির নির্দেশিকা দ্বরা উত্তর প্রভাবিত হতে পারে। এ সকল ক্ষেত্রে দ্বৈত বিবৃতি ব্যবহার করা ভাল। অর্থাৎ কোনো নির্দিষ্ট প্রশ্নের একটি অংশ ইতিবাচক এবং অন্য অংশ নেতিবাচক। আবার অনেকগুলো বিবৃতির মধ্যে কিছু ইতিবাচক এবং কিছু বিবৃতি নেতিবাচক থাকতে পারে। তাছাড়া দুটি ভিন্ন প্রশ্ন তৈরি করা যেতে পারে।

সারসংক্ষেপ

কাঠামোর দিক থেকে প্রশ্নকে দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা- কাঠামোগত ও কাঠামোহীন। কাঠামোগত প্রশ্নকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা হয়। এগুলো হচ্ছে- বহু নির্বাচনি প্রশ্ন, দু অংশে বিভক্ত প্রশ্ন এবং পরিমাপক প্রশ্ন। গবেষককে অবশ্যই সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনা করে প্রশ্নের কাঠামো পছন্দ করতে হবে। উত্তরদাতারা যাতে সুস্পষ্টভাবে এবং সহজে প্রশ্ন বুঝতে পারে সেজন্য কাঙ্ক্ষিত প্রশ্নের বিষয়বস্তু ও গঠনকে শব্দে করাকে শব্দ পছন্দ বলা হয়। যে সকল প্রশ্ন জনগণের মনোভাব বা লাইফ স্টাইল পরিমাপের জন্য করা হয়, যাতে বিবৃতি থাকে এবং উত্তরদাতারা তাদের সম্মতির মাত্রা নির্ধারণ করে। এটা সত্য যে, প্রশ্নের ইতিবাচক বা নেতিবাচক যাই হোক না কেন, বিবৃতির নির্দেশিকা দ্বারা উত্তর প্রভাবিত হতে পারে। এ সকল ক্ষেত্রে দ্বৈত বিবৃতি ব্যবহার করা ভাল।

ইউনিট উত্তর মূল্যায়ন

১. প্রশ্নমালা বা প্রশ্নপত্র বলতে কী বোঝায়?
২. গবেষণায় প্রশ্নপত্রের উদ্দেশ্যাবলী বর্ণনা করুন।
৩. প্রশ্নমালা বা গবেষণার প্রশ্নপত্রের বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করুন।
৪. প্রশ্নমালা তৈরির পদক্ষেপসমূহ ব্যাখ্যা করুন।
৫. প্রশ্নপত্রে তথ্যের ধরন সম্পর্কে আলোচনা করুন।
৬. গবেষণা প্রশ্নপত্রের প্রকারভেদ বর্ণনা করুন।
৭. প্রশ্নপত্রের সুবিধা-অসুবিধা বর্ণনা করুন।
৮. প্রশ্নমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ বর্ণনা করুন।
৯. গবেষণা প্রশ্নমালার নকশা প্রণয়ন প্রদ্ধতি বর্ণনা করুন।
১০. ব্যক্তিগত সাক্ষাতকার বলতে কী বুঝায়?
১১. সাক্ষাৎকারের শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা করুন।
১২. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের সুবিধা-অসুবিধা বর্ণনা করুন।
১৩. টেলিফোন সাক্ষাৎকারের সুবিধা-অসুবিধা বর্ণনা করুন।
১৪. প্রশ্নপত্রের কাঠামো পছন্দকরণ সম্পর্কে বর্ণনা করুন।
১৫. প্রশ্নপত্রের শব্দ নির্বাচন পদ্ধতি বর্ণনা করুন।
১৬. প্রশানপত্রের কাঠামো ও বিন্যাস সম্পর্কে দিকনির্দেশনা বর্ণনা করুন।
১৭. প্রশ্নপত্রের স্কেল বা পরিমাপকের সুবিধা ও অসুবিধা বর্ণনা করুন।
১৮. একটি নতুন পণ্যের বাজার জরিপের জন্য একটি প্রশ্নপত্র কীভাবে তৈরি করবেন? ব্যখ্যা করুন।

তথ্য সূত্র:

- Boyd & Westfall: Marketingn Research: Text& Cases, All IndiaTraveller Book.
- Naresh K. Malhotra: Marketing Research,Pearson.
- Donald R. Cooper/Pamela S. Schindler, Business Research Method. McGraw Hill. International Edition.
- তাবিবার,জাহের,আলম ও সালাম (২০২৩), বাজারজাতকরণ গবেষণা, মিলেনিয়াম পাবলিকেশন, ঢাকা,
- পামেলা, ক.শ. ও মাহফুজ, মো.আ. (২০১৯), বিপণন ব্যবস্থাপনা. বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়.
- রেজা, ম.স. ও পারভেজ, ম.ম. (২০০৮) বিপণন নীতিমালা. বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়.
- https://dncrp.portal.gov.bd/